বিড়াল-রাণী

সুখলতা রাও

বিড়াল-রাণী
সুখলতা রাও

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৬০ টাকা

Biral-Rani by Shukhalata Rao Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205
Cell: +88 01717217335 Phone: 02-9668736
First Edition: February 2021 Price: 160 Taka RS 160 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-95041-5-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

বিড়াল-রাণী ৫
দুষ্টু বিড়াল ১৪
ফুলরাণী ১৭
লোভের শাস্তি ২১
গাধা গাইল ২৫

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

বোতলের ভূত
সোনার হাঁস
সোনার পুতুল
ব্যাঙ রাজা

বিড়াল-রাণী

রাজামশাই বুড়ো হয়েছেন, ভালো করে রাজ্যের কাজ আর দেখতে পারেন না। সকলে পরামর্শ দিল, "আপনার অত বড় বড় তিনটি ছেলে রয়েছে, তাদের একজনকে কেন রাজা করে দিন না? আপনি বুড়ো মানুষ আর কত খাটবেন?"

রাজার সে কথা তত পছন্দ হলো না। তাঁর মনে ভয় আছে, পাছে ছেলেরা রাজা হয়ে তাঁকে কষ্ট দেয়, তাঁকে না মানে। তাই তিনি বললেন, "তিন ছেলের মধ্যে কাকে রাজা করব তাই আগে ঠিক করি।"

একদিন তিনি তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন, "দেখ বাবা, আমি বুড়ো হয়েছি, ভালো করে রাজ্য দেখতে পারছি না, এখন তোমাদের একজনকে রাজা করতে চাই। তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে সকলের চেয়ে কাজের লোক তাকে রাজা করব। দেখি তো, আজ থেকে এক বছরের ভিতর, তোমরা কে আমাকে একটি সকলের চেয়ে সুন্দর আর সকলের চেয়ে ছোট্ট কুকুর এনে দিতে পার!"

তিন রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে তিন দিকে বের হলো। এক বছরের মধ্যে তাদের সকলকে কুকুর নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। বড় দুইজন দুই দিকে চলে গিয়েছে, ছোট ছেলে মানিকও কুকুর খুঁজতে এক পথ দিয়ে চলেছে। যত লোকের কাছে যত সুন্দর কুকুর দেখছে সব সে কিনছে। কিন্তু কোনোটাই তার মনের মতো হচ্ছে না। অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে শেষে সে এক বনের ভিতর এসে পড়ল। একে তো বনের মধ্যে ভালো করে পথ দেখা যায় না, তার উপর আবার তখনি ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হলো। মানিকের কষ্টের আর সীমা নেই!

অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজে, যেতে যেতে সে হঠাৎ সামনে একটা প্রকাণ্ড দরজা দেখতে পেল। দরজাটা আগাগোড়া সোনার, তাতে বসানো দামি দামি পাথর ঝক্‌ঝ্‌ করছে। মানিক আস্তে আস্তে সেই দরজায় ঘা দিতেই অমনি সেটা খুলে গেল। দরজা খুলতেই দেখা গেল ভারি মজা রতামাসা। মানিকের বড়ই পরিশ্রম হয়েছিল আর ক্ষিদে পেয়েছিল, তা না হলে সে তা দেখে নিশ্চয়ই খুব হাসত। সে দেখল কি, একদল বেড়াল দুই পায়ে দাঁড়িয়ে, সামনের দুই পা দিয়ে তাকে নমস্কার করছে, আর সকলে মিলে তাকে ভিতরে যাবার জন্য ডাকছে। তারা আবার মানুষের মতো কথাও বলতে পারে!

মানিক এসব দেখে এত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, ভিতরে যাবার কথা তার মনেই আসছে না, সে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তার কথাটি নেই।

তাই দেখে বেড়ালেরা তাকে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। মানিক ভয় পেল না তাতে—তার সঙ্গে তলোয়ার ছিল।

বাড়িটার দরজা যেমন সুন্দর ভিতরও তেমনি চমৎকার। বেড়ালেরা তার ভিজা কাপড় ছাড়িয়ে তাকে নিয়ে একটা ঘরে বসাল। সে ঘরখানা ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। তার মেঝে ফিরোজা পাথরে তৈরি, দরজা জানালা ঝিনুকের। মাঝখানে একটা মস্ত বড় বাতির ঝাড়ের নিচে দুইজনের খাবার জায়গা হয়েছে, আর সোনার বাসনে করে খাবার সাজানো হয়েছে।

মানিক যেমনি খেতে বসতে যাবে, অমনি কোথা থেকে বাজনা বেজে উঠল, তার সঙ্গে "মি-উ, মি-উ, ম্যাও" করে অনেক বেড়ালের গানও শোনা গেল। এমন গান সে কখনো শোনেনি। গান ক্রমে কাছে আসতে লাগল; শেষে হঠাৎ ঘরের দরজা একটা খুলে গেল। মানিক চেয়ে দেখে, এতটুকু ছোট্ট একজন কে, মাথা থেকে পা অবধি কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে, আর তার পিছু পিছু মিউ মিউ করে আসছে অনেক বেড়াল। সে তার কালো কাপড় খুলে ফেললে দেখা গেল সাদা ধপ্‌ধপে সুন্দর একটি বেড়াল। তার চোখ দুটি নীল রঙের আর মুখখানা ভারি বিষণ্ন। সে মানিককে নমস্কার করে বলল, "আমি বিড়ালদের রাণী। তুমি এখানে থাক, তোমার কোনো ভয় নেই।"

মানিক বলল, "বিড়াল-রানী, নমস্কার! তোমার কথা শুনে সুখী হলাম।"

তারপর মানিককে নিয়ে বিড়াল-রাণী খেতে বসল। কত রকমের তরকারিই তারা রেঁধেছে, আর সে-সব খেতেও কি চমৎকার হয়েছে। মানিক মজা করে সব খেল; ক্ষীর সব পায়েস রাবড়ি, কিছুই সে বাকি রাখল না। খায়নি শুধু ইঁদুর-ভাজা, ইঁদুরের কালিয়া আর তার চাট্‌নি।

বিড়াল-রাণীর হাতের বালার সঙ্গে ছোট্ট একটা কি ছবি ঝোলানো ছিল। মানিক সেটা দেখতে চাইলে, রাণী বালা খুলে মানিকের হাতে দিল। ছবিটা একজন লোকের, কিন্তু কি আশ্চর্য, লোকটি দেখতে অনেকটা মানিকের মতো! তারপর সোনার গেলাসে করে সরবত এলো। সে সরবত কি জানি কি ওষুধ মেশানো ছিল, সরবত মুখে দিতেই মানিক ভুলে গেল তার দেশের কথা, বাবার কথা, কুকুরের কথা। তখন থেকে সে সেই বেড়ালদের সঙ্গে বেড়ালদের দেশেই থাকে। সেখানে তার আদর-যত্নও খুব হয়, কোনো কষ্ট নেই, সুখে আছে।

বিড়াল-রাণী দেখতেই শুধু বিড়ালের মতো, কিন্তু আর সবটাতে ঠিক মানুষের মতো। কথা তো বলেই, লেখাপড়া জানে আর গায়-বাজায়ও অতি চমৎকার। একদিন মানিক তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা সবাই তো মানুষের মতো দেখছি, তবে চেহারাটি বিড়ালের মতো কেন?"

"আজ না, আর একদিন বলব।" উত্তর দিল সে।

এদিকে এক বছর প্রায় হয়ে গেছে; কুকুর নিয়ে ফেরবার আর তিনটি দিন মাত্র বাকি। মানিকের কিন্তু খেয়ালই নেই। তখন বিড়াল-রাণী তাকে বলল, "তুমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ, তোমার বাবার জন্য কুকুর নিয়ে যাবে না?" অমনি সব কথা মনে পড়ে গেল মানিকের; সে বলল, "তাই তো, কি করি! আর যে মোটে তিন দিন আছে, এখন কুকুরই বা পাই কোথায়, আর তিন দিনের মধ্যে দেশে ফিরেই বা যাই কি করে?" বিড়াল-রাণী বলল, "তোমার কিছু ভাবনা নেই, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তারপর মানিকের জন্য ঘোড়া আনতে হুকুম দিল। আর, ঘোড়াও তখন খট্ খট্ করে এসে হাজির। মানিক তো একেবারে অবাক! লাল রঙের কাঠের ঘোড়া, তার শণের চুল শণের ল্যাজ! একটু বিরক্ত হয়েই মানিক বলল, " তোমরা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ। কাঠের ঘোড়ায় কেমন করে যাব? এ ঘোড়া কি নিজে চলতে পারে?" রাণী বলল, "চড়েই দেখ না; বাতাসের আগে যাবে।"

যা হোক, ঘোড়া তো হলো, এখন কুকুর চাই। বিড়াল-রাণী একটা আমের আঁটি এনে মানিককে দিয়ে বলল, "এর ভিতরে কুকুর আছে। এখন এটা খুলো না, তাহলে কুকুরটার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। একেবারে তোমার বাবার সামনে খুলবে।" কানের কাছে আঁটিটা নিয়ে মানিক শুনল, সত্যি সত্যিই তার ভিতর "ভোউ ভোউ" করে কুকুর ডাকছে। সেই আঁটি কোমরে বেঁধে নিয়ে যেই কাঠের ঘোড়ার পিঠে উঠেছে, অমনি ঘোড়া ঠক্ ঠক্ করে কাঠের পা ফেলে ছুট্ দিয়েছে। তিন দিনের মধ্যে সে একেবারে রাজার বাড়িতে এসে হাজির।

রাজার আর দুই ছেলে এর আগেই ফিরে এসেছেন। তারা ঠক্ঠক্ শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখলে, উঠানে একটা লাল রঙের কাঠের ঘোড়া, নাক দিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বাস ফেলছে, আর কাঠের কান খাড়া করে শণের ল্যাজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে! দেখে তো তারা হেসেই কুটপাট, "কি মানিক, কুকুর বুঝি পাওনি, তাই এই কাঠের ঘোড়াটি নিয়ে এসেছ?" মানিক কিছু বলল না।

পরদিন রাজামশাই সভায় বসেছেন, চারদিকে সব লোকজনেরা বসেছে। কুকুর দেখবার জন্য রাজা তাঁর ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। বড় দুই ছেলে যে দুই কুকুর এনেছে, সে দুটোই খুব ছোট আর খুন সুন্দর। দেখে সকলেই বলল, "এমন কুকুর পৃথিবীতে আর নেই।" কিন্তু তার কোনটা যে বেশি ভালো তা কেউ ঠিক করতে পারল না। তাই তারা বলল রাজাকে, "রাজ্য দুই ভাগ করে দুজনকে সমান ভাগ দিন।"

তখন মানিক সেই আমের আঁটিটি এনে দিলে রাজার হাতে। রাজামশাই যেই সেটি খুলেছেন, অমনি আরশুলার মতন ছোট্ট একটি কুকুর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে ল্যাজ নাড়তে লেগেছে! তখন কারোর মুখে আর কথাটি নেই, সকলে হাঁ করে খালি সেই কুকুরের দিকে চেয়ে আছে।

রাজামশাই কুকুর দেখে খুবই খুশি হলেন তাতে আর ভুল কি, কিন্তু তাঁর রাজ্য ছেড়ে দেবার ইচ্ছা একেবারেই নেই। তাই তিনি ছেলেদের বললেন, "বাপু সকল, তোমরা আমার জন্য এত পরিশ্রম করে কুকুর এনেছ দেখে আমি অত্যন্ত সুখী হলাম। এখন তোমাদের আর একটি কাজ দিচ্ছি, এটি করলেই রাজ্য দেব। এক বছরের মধ্যে আমাকে এমন একখানা পাতলা কাপড় এনে দিতে হবে, যে কাপড়খানা একটা ছুঁচের ফুটোর ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে।"